পুজা অর্চনা
পুজা অর্চনা

হিন্দু পুজা পদ্ধতি সংগ্রহীত ও সুদীপ সিংহ মহাপাত্র
নারায়ন পূজা

প্রার্থনা
lakhmi narayan splআমি যার উপর অনুগ্রহ করি , ধীরে ধীরে তার সমস্ত ধন সম্পদ অপহরণ করে নিই । এভাবে যখন সে ধনসম্পদহীন হয়ে যায় তখন তার আত্মীয় স্বজন তাকে অবজ্ঞাপূর্বক পরিত্যাগ করে চলে যায় । সে আবার ধনসম্পদ আহরণের প্রয়াসী হলে আমি তার সমস্ত উদ্যম কে বিফল করে দিই । বারে বারে ব্যর্থ হয়ে সে ধন সম্পদ আহরণে নিবৃত্ত হয়ে তাকে দুঃখময় জ্ঞান করে আর আমার প্রেমী ভক্ত দের সঙ্গে আর সাধু সঙ্গে মগ্ন হয় । তখন আমি তার উপ্রর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করে থাকি ।

gajendra mokha

প্রার্থনা
তোমারই শক্তিবলে সুখে দুঃখে একরকম ভক্তির কার্য্য করিয়াছি । হে বিশ্বনিয়ামক ! তোমার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া তোমারই আমোঘ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি । ভাব দাও এবং প্রাণের ভাব ভাষায় সরল ভাবে ব্যক্ত করিবার শক্তি দাও, আমি আনন্দে মনে তোমার লীলা তোমার শক্তি তোমার বিশ্ব কর্তৃত্ব তোমার বিশ্বব্যাপিত্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ভক্তি দ্বারা যেন নর নারীর মনের সংশয় দূর করিতে পারি । আর ভক্তির প্রভাবে ভক্ত হইয়া নরনারী ভক্তিভাবে তোমায় ডাকিয়া এবং তোমায় ভালবাসিয়া যাহাতে ভবসাগর পার হইতে পারে তাহার সুপথ যেন দেখাইতে পারি । হে বিশ্বগুরু ! দেখ যেন অভিমান পার হইতে আসিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে । আর শক্তি দিও ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া যেন ভ্রান্ত মতের অনুসরণ না করি । তুমি জ্ঞান দাও, বিজ্ঞান দাও, বিবেক দাও, ধৈর্য্য দাও, ধারণা দাও, তোমার প্রদত্ত শক্তি বলে যেন সত্যের প্রভার দিবানিশি হৃদয়ে জাগরুক থাকে । আর অকপট হৃদয় নির্ভর প্রাণে, সরল ভাষায় সরলভাবে যেন পবিত্র আর্য্যধর্ম্মতত্ত্ব ব্যক্ত করিতে পারি । দীনের আজ ইহাই প্রার্থনা ।

হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপথে।
গোপেশ গোপীকা কান্ত রাধা কান্ত নমহস্তুতে ।। ১
ওঁ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় বাসুদেবায় নমো নমঃ ।। ২

gajendra mukti

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।
অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরাম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রাষ্টং
মন্ত্রহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
পূণং ভবতু তৎসব্বং তৎপ্রসাদাৎ
জনার্দ্দনায় নম।।১
ক্ষমা প্রাথনা মন্ত্র ঃ
মন্ত্র হিনং ক্রিয়া হিনং
ভক্তি হিনং সুরেসরী
যত পুজিতং ময়া দেবী
পরিপুর্নং তদুস্তুমে ।।২

দেহ শুচীর মন্ত্রঃ
==========
ওঁ অপবিত্র পবিত্রোবা
সর্বাবস্থানগতহ্বপিবা।
যৎ সরেত পুন্ডরিকাক্ষং স

বাহ্যঅভ্যান্তরে শুচি।।১
পাপোহং পাপ কর্মাহং
পাপাত্মা পাপ সম্ভাবান্ ।
ত্রাহি মাং পুন্ডরীকাক্ষং
সর্ব পাপো হরো হরি।।২

*“গুরু বন্দনা***
==========
ভব সাগর তারণ কারণ হে।
ভব সাগর তারণ কারণ হে।
রবি নন্দন বন্ধন খন্ডন হে।
শরনাগত কিঙ্কর ভীত মনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।
হৃদি কন্দর তামস ভাস্কর হে।
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে।
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে।
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।
মন বারণ শাসন অঙ্কুশ হে।
নরত্রান তরে হরি চাক্ষুষ হে।
গুণগান পরায়ণ দেবগণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।
কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে।
হৃদিগ্রন্থি বিদারণ কারক হে
মম মানস চঞ্চল রাত্রি দিনে।।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।
রিপুসূদন মঙ্গলনায়ক হে।
সুখ শান্তি বরাভয় দায়ক হে।
ত্রয় তাপ হরে তব নাম গুনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।
অভিমান প্রভাব বিনাশক হে।
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে।
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি
ধনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।
তব নাম সদা শুভ সাধক হে।
পতিতাধাম মানব পাবক হে।
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।
জয় সদগুরু ঈশ্বর প্রাপক হে।
ভব রোগ বিকার বিনাশক হে।
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।
==========

#সত্যযুগের মন্ত্র—
নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা ৷
নারায়ণ পরা মুক্তিঃ নারায়ণ পরা গতি ৷৷#ত্রেতা যুগের মন্ত্র—
রাম নারায়ণ অনন্ত মুকুন্দ মধুসূদন ৷

কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুন্ঠ বামন ৷৷#দ্বাপর যুগের মন্ত্র—
হরে মুরারে মুধকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে ৷
যজ্ঞের নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো,
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ৷৷#কলিযুগের মন্ত্র—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ৷
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ৷৷
পূজা শুরুর আগের কিছু নিয়ম
নারায়ণ পূজায় তেমন বাহুল্য নেই বললেই চলে।তাই এই পূজার আয়োজন খুব সহজ। যে যার সাধ্য মত আয়োজন করে। যেকোনো পূর্ণিমার তিথিতেই এই পূজা করা যায়। অনেকে বাড়ির পরিবেশ শুদ্ধ রাখতে, প্রতিটা বড় পূর্ণিমাতেই পূজা করে থাকেন।

পূজার আগের নিয়ম বলতে, সবচেয়ে আগে পূজার স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার করে রাখুন। পরিষ্কার করে যেখানে ঘট পাতবেন, সেখানে আলপনা দিয়ে দিন। সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিন। ঘটে আমপাতা, শিষ ডাব দিন। অবশ্যই ঘটে ও ডাবে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দেবেন। বিজোড় সংখ্যক আমপাতা রাখবেন। এতে সিঁদুরের ফোঁটা দেবেন।

এরপর নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবেন। একটি থালায় তিনটি জায়গায় একটু করে চাল, ও তার সঙ্গে কলা, বাতাসা, অন্যান্য ফল, তার ওপর সিকি মানে কয়েন, পঞ্চ শস্য এসব দিয়ে সাজান। পঞ্চ শস্য মানে পাঁচ রকম শস্য। এই ভাবেএকটি থালায় তিনটি ও আরেকটি থালায় পাঁচটি নৈবিদ্য সাজিয়ে রাখুন।

সিন্নির জন্য একটি গামলায় ময়দা, গুড়, দুধ, খোয়া ক্ষীর, একটু নারকেল কোরা, কাজু, কিশমিশ ঠাকুরের সামনে রাখবেন। পূজার পর ঠাকুরমশাই সিন্নি তৈরি করবেন। এছাড়াও নারায়ণের ছবির দু'পাশে দুটো পান পাতা রাখুন। এর ওপর একটা সুপারি, একটা কয়েন, একটা কলা রাখুন।

পূজা শুরু
নারায়ণ পূজার জন্য প্রথমে নারায়ণ শিলা স্থাপন করতে হয়। চিন্তা নেই, সেটি আপনার ঠাকুরমশাই সঙ্গে করে আনবেন। এবং ইনিই প্রতিস্থাপন করবেন। সেদিন সারাদিন ওই নারায়ণ শিলা থাকবে। পরদিন ঠাকুর মশাই সুতো কেটে সেটি নিয়ে চলে যাবেন। নারায়ণ শিলা স্থাপন করে ও নারায়ণ দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে পূজা শুরু করা হয়। সঙ্গে মা লক্ষ্মীকেও ফুল দেবেন, প্রণাম জানাবেন।

এরপর আপনার সমস্ত আয়োজন তাঁকে নিবেদন করার পালা। এই সাধারণ পূজার পর অঞ্জলি। অঞ্জলি শেষ হয়ে গেলে হোম। হোম-যজ্ঞের জন্য ছোট ছোট করে বেশ কয়েকটি হোমের কাঠ,একটি পাত্রে ঘি, ৫১টি বেলপাতা, একটি লাল চেলি কাপড়, একটু দুধ একটি কলা ও একটি সন্দেশ এবং হোমকুণ্ড রেডি রাখবেন। যজ্ঞ শেষে দুধ ঢেলে যজ্ঞ শেষ হবে। এবং সবাই যজ্ঞের টিপ পড়বেন। এইসব কিছু দশকর্মার দোকানে পেয়ে যাবেন। এটিই হল নারায়ণ পূজার নিয়ম।

তাহলে দেখলেন নারায়ণ পূজার আয়োজন করা কত সহজ। শুধু শুদ্ধ, শান্ত মনে পূজার আয়োজন করুন। আয়োজন সামান্য হলেও দেবতা নারায়ণের আশীর্বাদ প্রবেশ করবে আপনার ঘরে।

. শুদ্ধাসনে বসে আচমন করতে হবে –
আচমন বিধি:
ওঁ বিষ্ণু (৩ বার) ওঁ তদ্বিষ্ণুঃ পরম পদং সদা পশ্যন্তি সুরায়ঃ দিবীব চক্ষুরা ততম।
বাম হাতে কুশী নিয়ে কোশা থেকে একটু জল নিতে হবে। জল এমন পরিমান নিতে হবে যেন তা পান করলে ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে। ডান হাত গোকর্নাকৃতি করে এই জল নিয়ে তিন বার পান করতে হবে। তিন বারই পৃথক দুই ভাবে জল নিতে হবে। পরে হাত ধুয়ে –
ক) ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে দুবার মখ মুছতে হবে।
খ) তর্জনী, মধ্যমা, ও অনামিকার অগ্রভাগ দিয়ে ঠোঁট মুছতে হবে।
গ) ডান হাত ধুতে হবে।
ঘ) তর্জনী, মধ্যমা, ও অনামিকার অগ্রভাগ দিয়ে প্রথমে ডান নাকের অগ্রভাগ ও পরে বাম নাকের অগ্রভাগ মুছতে হবে।
ঙ) বুড়ো ও অনামিকার অগ্রভাগ দিয়ে ডান ও বাম চক্ষু ছুতে হবে।
চ) বুড়ো ও অনামিকার অগ্রভাগ দিয়ে ডান ও বাম কর্ন স্পর্শ করতে হবে।
ছ) বুড়ো ও করে অঙ্গুল একত্র করে নাভি স্পর্শ করতে হবে।
জ) ডান হাত ধুতে হবে।
ঝ) উভয় হাতার করতল দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করতে হবে।
ঞ) দুহাতের সব আঙ্গুল দিয়ে মাথা স্পর্শ করতে হবে।
ট) দুহাতের সব আঙ্গুল দিয়ে বাহুমূল স্পর্শ করতে হবে।
ঠ) হাত জোর করে বিষ্ণু স্মরণ করতে হবে।

মন্ত্র: ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্র বা সর্বাবস্থাং গতোহপিবা
যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্য অভ্যন্তরঃ শুচঃ
নমঃ পুন্ডরীকাক্ষঃ
ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেন্য বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মানি কারয়েৎ।
২। তিলক ধারনঃ
বাম হাতের তালুতে অথবা কোন পাত্রে একটু জল নিয়ে তিলক গুলবে। মন্ত্র –
“ওঁ কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম
পুণ্যং যশস্যমায়ুস্য তিলকং মে প্রসাদাতু”
এরপর মধ্যমা বা অনামিকার অগ্রভাগে তিলক নিয়ে যথাক্রমে –
(১) ললাটে – কেশবায়ে নমঃ (৭) বাম বাহুতে – শ্রীধরায় নমঃ
(২) উদরে – নারায়নায় নমঃ (৮) ডান বাহুমূলে – ত্রিবিক্রমায় নমঃ
(৩) কন্ঠে – গোবিন্দায় নমঃ (৯) বাম বাহুমূলে – হৃষিকেশায় নমঃ
(৪) ডান পাজরে – বিষ্ণবে নমঃ (১০) স্কন্ধে – পদ্ম নাভায়ে নমঃ
(৫) বাম পাজরে – বামনায় নমঃ (১১) কোমরে – দামোদরায় নমঃ
(৬) ডান বাহুতে – মধুসূদনায় নমঃ
শেষে তিলকের হাত ধুয়ে জল মাথায় দিয়ে – বাসুদেবায় নমঃ বলতে হবে ।
এরপর গায়ত্রী জপ করবে ।
৩। সূর্যার্ঘ্য দানঃ কোশায় জল নিয়ে, আগায় বেলপাতা, দুর্বা, রক্ত জবা/লাল অথবা হলুদ ফুল ও আতপ চাল দিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে অর্ঘ্যটি দুহাতে ধরে মন্ত্র বলতে হবে –
ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্মদায়িনে
ইদম্ অর্ঘ্যং নমো ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ।
বলে অর্ঘ্যটি ঘটে বা কোন পাত্রে সূর্যের উদ্দেশযে ঢালতে হবে । এরপর করজোড়ে সূর্যকে প্রণাম করতে হবে । প্রণাম মন্ত্র –
ওঁ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।।
৪। স্বস্তি বাচনঃ তামার পাত্রে বা কুশীতে আতপ চাল নিয়ে –
ওঁ সোমং রাজানং বরুনম অগ্নিমন্বার অভামহে
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মানঞ্চ বৃহস্পতিম
ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ।। বলে চাল ছড়াতে হবে ।
৫। আসন শুদ্ধিঃ যে আসনে বসা সেই আসনের বাঁদিকে আসনের নীচে একটি ত্রিকোন এঁকে একটি চন্দন যুক্ত ফুল নিয়ে – “এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ” বলে ফুলটি ত্রিকোনের উপরে দিতে হবে এবং আসনটি ছুঁয়ে মন্ত্র –
ওঁ আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ
কুর্মো দেবতা আসন উপবেশনে বিনিয়োগঃ
ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবী ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা
তঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রাং কুরু চ আসনম।। বলে আসনে বসে গুরু পংতি নমস্কার করতে হবে, হাত জোড় করে নিজের বাঁদিকে – ওঁ গুরুভ্যে নমঃ ওঁ পরম গুরুভ্যে নমঃ ওঁ পরাপর গুরুভ্যে নমঃ ওঁ পরমেষ্টি গুরুভ্যে নমঃ
ডানদিকে হাত জোড় করে – ওঁ গনেশায় নমঃ
মধ্য ভাগে – ওঁ শ্রী নারায়নায় নমঃ
৬। করশুদ্ধিঃ একটি সচন্দন পুষ্প /লাল ফুল হাতে নিয়ে ‘ফট’ মন্ত্রে উভয় হাত দিয়ে পেষণ করে ঘ্রান নিয়ে ঈশাণ কোণে নিক্ষেপ করতে হবে । উদ্ধে তিন তালি এবং তুড়ি দিয়ে দশদিক বন্ধন করতে হবে।
৭। ভূতশুদ্ধিঃ নিজ হৃদয়ে হাত দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধ্যান করলে ভূতশুদ্ধি হয়, মন্ত্র –
স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম
ভূতশুদ্ধি মিমাং প্রাহুঃ সর্বাগম বিশারদাঃ।
৮। পুষ্প শুদ্ধিঃ পূজণীয় দেবতার আর্বিভাব চিন্তা করে হাতে পুষ্প ছুঁড়ে –
ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প মস্তকে পুষ্পে চয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা – মন্ত্রটি বলতে হবে।
৯। সামান্যার্ঘঃ নিজের বাঁদিকে পূজণীয় দেবতার ডানদিকে জলদিয়ে ত্রিকোন মণ্ডল এঁকে তার উপর সচন্দণ গন্ধ পুষ্প দিয়ে পূজা করতে হবে। পূজার মন্ত্র –
এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ আধার শক্তায়ে নমঃ
এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ কুর্মায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ
এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ এর উপর ত্রিপদিকা (শঙ্খের স্ট্যান্ড) রেখে 'হুং ফট' মন্ত্রে শঙ্খ ধুয়ে এর উপর রাখতে হবে । 'নমঃ' মন্ত্রে শঙ্খ জলপূর্ণ করে ফুল তুলশী দূর্বা দিয়ে অর্ঘ্য সাজাতে হবে । পরে অংকুশ মূদ্রা দিয়ে
"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী নর্মদে, সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু" বলে ঐ জল পূজার উপকরণ ও নিজের দিকে ছিটিয়ে দিতে হবে ।
৯। নারায়ন শিলা স্নানঃ একটি তামার পাত্রে নারায়ণ শিলাকে স্থাপন করে শঙ্খের জল দিয়ে নীচের মন্ত্র পড়ে স্নান করাতে হবে –
ওঁ সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
স ভূমিং সর্বতঃ বৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম ।।
ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি ।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ।
স্নান শেষে পরিষ্কার শুকনা কাপড় দিয়ে গা মুছিয়ে একটি তুলশী পাতায় চন্দন মেখে সোজা দিকের উপর নারায়ণকে বসিয়ে মাথায় আর একটি চন্দন মাখা তুলশি দিয়ে সিঙ্ঘাসনে বসাতে হবে ।
১০। গুরু পংতি প্রণামঃ জোড় হাতে বামে "ওঁ গুরুভ্যে নমঃ ওঁ পরম গুরুভ্যে নমঃ ওঁ পরাপর গুরুভ্যে নমঃ ওঁ পরমেষ্টি গুরুভ্যে নমঃ
ডানে ওঁ শ্রী গনেশয় নমঃ
মাঝখানে ওঁ নমো নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ"
এরপর ফল-মিষ্টি-জল সাজিয়ে দিতে হবে ।
কোশায় জল নিয়ে টাটা ফুল তুলশী দিয়ে অংকুশ মূদ্রায় তির্থ আহ্বান করে কুশিতে সেখান থেকে জল নিয়ে ঃ
এতৎ পাদ্যং ওঁ নমো বিঘ্ননাশয় নমঃ
ইদম অর্ঘ্য ওঁ নমো বিঘ্ননাশয় নমঃ
ইদ্ম আচমনীয় ওঁ নমো বিঘ্ননাশয় নমঃ
ফুলে চন্দন মেখে এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ নমো বিঘ্ননাশয় নমঃ ,
এষ দীপ ওঁ নমো বিঘ্ননাশয় নমঃ
এষ ধূপ ওঁ নমো বিঘ্ননাশয় নমঃ
ওঁ আদিত্যাদি নব গ্রহভ্যে নমঃ ,
ওঁ নমো শিবাদি পঞ্চদেবভ্যে নমঃ ,
ওঁ নমো ইন্দ্রাদি দশদিক পালেভ্যে নমঃ বলে এঁদের পূজা করতে হবে ।
১১। করন্যাসঃ দুহাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে দুই তর্জনীর অগ্রভাগ ধরে 'নাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যং নমঃ
একই ভাবে তর্জনী দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুল ছুয়ে নীং তর্জনীভ্যং স্বাহা
বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে মধ্যমা ধরে নৃং মধ্যমাভ্যং বষ্ট
একই ভাবে অনামিকা ছুয়ে নৈং অনামিকাভ্যাং হুং
কড়ে অঙ্গুল ছুয়ে নৌং কনিষ্টাভ্যাং বৌষ্ট
ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালু বেষ্টন করে তিন তালি দিয়ে নঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট বলে করন্যাস করতে হবে ।
১২। অঙ্গন্যাসঃ ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করে 'নাং হৃদয়ায় নমঃ'
মধ্যমা ও তর্জনীর পৃষ্ঠদেশ দ্বারা মস্তক স্পর্শ করে 'নীং শিরসে স্বাহা '
একই ভাবে শিখা (টিকি) স্পর্শ করে 'নৃ শিখয়ৈ বষট'
বাম ও ডান হাতের সব আঙ্গুলের মিলিত অগ্রভাগ দ্বারা উভয় বাহুমূল স্পর্শ করে 'নৈং কবচায় হুং'ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ মিলিত করে দুই চোখ স্পর্শ করে 'নৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষ্ট' ডান হাতে তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম হাতের পৃষ্ঠ ও তালু স্পর্শ করে তিন বার তালি দিয়ে 'ণঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ '
কুর্ম মুদ্রায় (বা হাতের তর্জনীতে ডান হাতের কনিষ্ঠা ও ডান হাতের তর্জনীতে বা হাতে বৃদ্ধাঙ্গুল সংযুক্ত করে বাহাতের বুড়া আঙ্গুল উন্নত থাকবে, বা হাতের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা ডানহাতের পৃষ্ঠদেশে সংযুক্ত করতে হবে। পরে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা সংলগ্ন করতে হবে । ডানহাতের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্পৃষ্ঠের মত উন্নত করাই কূর্মমুদ্রা) হাতে সচন্দন পুষ্প নিয়ে নারায়ণের ধ্যান করতে হবে –
ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ মন্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন – সন্নিবিষ্ট ।
কেয়ূরবান কনককুন্ডলবান কিরীটীহারী হিরন্ময় বপু ধৃত শঙ্খ চক্রঃ
ধ্যান শেষে ফুল্টি নিজের মাথায় দিতে হবে ।
১৩। বিশেষার্ঘঃ নিজেজ বামে ভূমিতে জল দ্বারা প্রথমে ত্রিভুজ, এরপর ত্রিভুজকে বেষ্টন করে বৃত্ত এবং বৃত্তকে বেষ্টন করে বর্গ এঁকে তার উপর গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করতে হবে ।
এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ
এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ কূর্মায় নমঃ
এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ অনন্তায়ে নমঃ
এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ পৃথিব্যে নমঃ

এরপর মন্ডলের উপর ত্রিপদিকা (শঙ্খের স্ট্যান্ড) স্থাপন করে 'হু ফট' মন্ত্রে শঙ্খ ধুয়ে ঐ ত্রিপদিকার উপর রাখতে হবে । নমঃ মন্ত্রে শঙ্খে ফুল, দুর্বা দিয়ে অর্ঘ্য সাজাতে হবে । পরে বিলোম মাতৃকা বর্ণ পাঠ করে অর্থাৎ উলটো দিকে বর্ণমালা পাঠ –

ক্ষং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ধং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং ৯ং ৯ঙ ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং নমঃ । ওঁ নমঃ নারায়ণায় নমঃ মন্ত্রে শঙ্খের তিন ভাগ জল পূর্ন করতে হবে । এরপর গন্ধপুষ্প দিয়ে মং বহ্নিমন্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে ত্রিপদিকায় অং সূর্যমন্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে শঙ্খে উং সোমমন্ডলায় ষোড়ষ কলাত্মনে নমঃমন্ত্রে জলে পূজা করতে হবে । পরে অংকুশ মুদ্রা দিয়ে ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চোইব গোদাবরি সরস্বতী ; নর্মদে, সিন্ধু, কাবেরী জলহস্মিন সন্নিধিং কুরু মন্ত্রে সূর্য মণ্ডল হতে তীর্থ আহ্বান করে জলে নারায়ণের ধ্যান করতে হবে ।

হাতে একটি ফুল নিয়ে ধ্যান –

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ মন্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন – সন্নিবিষ্ট ।

কেয়ূরবান কনককুন্ডলবান কিরীটীহারী হিরন্ময় বপু ধৃত শঙ্খ চক্রঃ ধ্যানের পর পুষ্পটি নারায়ণের উপরে দিতে হবে । পরে অর্ঘের জল কোশায় কিছু রেখে এবং নিজেকে ও পূজা উপকরণে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

১৪। পাদ্যাদি উপাচার দ্বারা পূজাঃ ঘটে অথবা অন্য কোন পাত্র নারায়ণের সামনে স্থাপন করে তাতে জল নিয়ে এবং কুশিতে জল নিয়ে ও হাতে ফুল নিয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করতে হবে ।

এত্দ পাদ্যং ওঁ তদবিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যান্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম , ওঁ নমো নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ

বলে কুশির জল ও হাতের ফুল সামনের ঘটে বা পাত্রে দিতে হবে ।এভাবে ইদ্ম অর্ঘ্যং ওঁ তদবিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যান্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম , ওঁ নমো নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ

— ইদ্ম আচমনীয়োদকং ওঁ তদবিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যান্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম , ওঁ নমো নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ

— ইদ্ম স্নানীয়োদকং ওঁ তদবিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যান্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম , ওঁ নমো নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ

তুলশীপাতায় চন্দন মেখে এত্ৎ সচন্দন তুলশী পত্রং ওঁ তদবিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যান্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম , ওঁ নমো নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ মন্ত্র পাঠ করে ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণুবে পরমাত্মনে স্বাহা বলে তুলশী পাতাটি চিৎ করে চন্দন মেখে নারায়ণের উপরে দিতে হবে। সাদা ফুলে চন্দন মেখে ওঁ তদবিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যান্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম , ওঁ নমো নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ বলে নারায়ণের উপরে সাজিয়ে দিতে হবে ।

এরপর ধূপে ফুল দিয়ে এষ ধূপ ওঁ নমো নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ

দীপে ফুল দিয়ে এষ দীপ ওঁ নমো নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ

নারায়নের সামনের ফল মিষ্টি নৈবেদ্যে ফুল দিয়ে ও অন্য যা উপকরন দেওয়া হবে তার নাম উল্লেখ করে এতানি ফলানি মিষ্টানি ওঁ নমঃ নারায়ণয় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ বলে ফুল তুলশী ও কুশীর জল দিয়ে পূজা দিতে হবে । নৈবেদ্য চাল, কলা, মিষ্টি সহ ঘি দিয়ে সাজানো বাটা দিলে এতৎ সঘৃত উপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ

কুশিতে জল নিয়ে জলের গ্লাশে দিয়ে বলতে হবে ইদ্ম পদার্থ জলং ওঁ নমঃ নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ

আবার জল নিয়ে ইদ্ম পুনরাচমনীয়োদকং ওঁ নমো নারায়ণয় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ

পান সুপারি দিয়ে ইদ্ম তাম্বুলং ওঁ নমঃ নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ

১৫। এরপর আবরণ দেবতাদের পূজাঃ শঙ্খে ফুল, জল দিয়ে

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ শঙ্খায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ চক্রায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ গদায়ৈ নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ পদ্মায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ নন্দকায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ গরুড়ায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ শ্রী বৎসায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ কৌস্তভায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ নারদাদি পার্ষদেভ্যো নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ

গুরু প্রনাম – ওঁ গুরুভ্যো নমঃ , ওঁ পরম গুরভ্যো নমঃ , ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ , ওঁ পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ

বামে শ্রী গণেশায় নমঃ

মাঝে ওঁ নমঃ নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহানাস্মৎ কৃতং জপ্ম ।

সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদাৎ জনার্দনম ।

এই মন্ত্র ১০ বা ১০৮ বার জপ করে হাতে একটু জল নিয়ে জপ বিসর্জন করতে হবে । জপ

সমার্পন করার পর প্রনাম মন্ত্র – ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ

জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ

ওঁ পাপেহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপ্সম্ভবঃ
ত্রাহি মাং পুন্ডরীকাক্ষ সর্বপাপ হরো হরি ।
এরপর আরতি করতে হবে ত্রিকোন মন্ডল এঁকে ভূমি শুদ্ধ করতে হবে । তারুপর একে একে আরতি দ্রব্য যথা ধূপ, দীপ, শঙ্খ, ধোয়া কাপড়, ফুল, চামর, ও পাখা রেখে তা দিয়ে আরতি করতে হবে । আরতি করার সময় দাঁড়িয়ে বামহাতে ঘন্টা বাজাতে হবে । প্রদর্শনের স্তর
প্রথমে দেবতার পদতলে ———— ৪ বার
দ্বিতীয়ত নাভি দেশে ————- ২ বার
তৃতীয়ত মুখমন্ডলে ————- ১ বার
চতুর্থত সর্বাঙ্গে ————- ৭ বার
ক্ষমা প্রার্থনাঃ মন্ত্র হাত জোড় করে বলতে হবে —
ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ
পূর্নংভবতু ত্বৎ সর্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।
এরপর চরণামৃত পান করে পূজা স্থান ত্যাগ করতে হবে ।
চরণামৃত পান মন্ত্র – ওঁ অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব্ব্যাধি বিনাশনম্
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াহ্যমঅহম ।।
পঞ্চদেবতা পূজা:
বৈদিক স্মার্ত সম্প্রদায়ের পূজা-উপাসনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইল পঞ্চদেবতা পূজা। এই পঞ্চদেবতা পূজার বিস্তারিত পদ্ধতি আমাদের “পূজাপদ্ধতি” সিরিজের প্রথম নিবেদন।

কথিত আছে, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৈদান্তিক ধর্মসংস্কারক আদি শঙ্কর এই বিশেষ পূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু ও দুর্গা – এই পঞ্চ দেবদেবীর পূজাকেই বলা হয় পঞ্চদেবতা পূজা বা পঞ্চায়তন পূজা। এই পঞ্চদেবদেবী হিন্দুদের পঞ্চ সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। বৈদিক দার্শনিক তত্ত্বের বিচারে, ইঁহারা কেহই পৃথক দেবতা নহেন, বরং একই সগুণ ব্রহ্মের পাঁচটি পৃথক রূপমাত্র। সম্প্রদায়ভেদে ইঁহাদের একজন পূজকের ইষ্টদেবতা। তাঁহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া পূজক পঞ্চদেবতাকেই পূজা করেন – একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি – এই ঋক্‌মন্ত্রের অনুধ্যানে। বলাবাহুল্য, বঙ্গদেশের বৈদিক স্মার্ত সম্প্রদায়ে পঞ্চদেবতার পূজা বহুল প্রচলিত। বঙ্গীয় পূজক ও সাধকবর্গের সুবিধার্থে এখানে তাই শ্রীগুরু ও পঞ্চদেবতা পূজার পদ্ধতি বর্ণিত হইল। যাঁহারা পঞ্চদেবতার সহিত শ্রীশ্রীবাণেশ্বর শিবলিঙ্গ, শ্রীশ্রীনারায়ণ শিলা ও শ্রীশ্রীগোবর্ধন শিলার পূজা করেন, তাঁহাদের সুবিধার্থে উক্ত পূজার পদ্ধতিও বর্ণিত হইল। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর সুবিধার্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের দশোপচার পূজার পদ্ধতিও বর্ণিত হইল।

সংক্ষিপ্ত বিধি

ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীগুরবে নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে গণেশায় নমঃ।
ওঁ নমঃ শিবায় এতে গন্ধপুষ্পে শিবায় নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীসূর্যায় নমঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায় এতে গন্ধপুষ্পে নারায়ণায় নমঃ।
ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি-দশদিকপালেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কাল্যাদি-দশমহাবিদ্যাভো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মৎস্যাদি-দশাবতারেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।
(এই প্রকারে পূজা করিয়া ৺বাণেশ্বর শিবপূজা, ৺নারায়ণ পূজা, ৺গোবর্ধন পূজা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিতে হইবে। বিধি ‘বিস্তারিত বিধি’ পরিচ্ছেদে দেওয়া হইল। উল্লেখ্য, গণেশাদি পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচার পূজা করিতে হইলে ৺নারায়ণ শিলার স্নান ও পূজা সেই সময় করিতে হইবে। নতুবা ৺বাণেশ্বর শিবের পূজার পর ৺নারায়ণ শিলার স্নান ও পূজা হইবে।)

বিস্তারিত বিধি

শ্রীগুরুপূজা
ধ্যান—
কূর্মমুদ্রায় হস্তে সচন্দন পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে—
ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং

দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি।।
এই প্রকারে ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প সম্মুখে তাম্রপাত্রস্থ জলে বা ৺বাণেশ্বর শিবের উপর স্থাপন করিয়া শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ উপস্থিতি চিন্তা করিয়া পূজা করিবে—

পূজা—
ঐঁ এষ গন্ধঃ শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐঁ এষ ধূপঃ শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐঁ এষ দীপঃ শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐঁ ইদং নৈবেদ্যং শ্রীগুরবে নমঃ।

প্রণাম—
ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

৺গণেশপূজা
ধ্যান—
কূর্মমুদ্রায় রক্তপুষ্প লইয়া পূর্ববৎ ধ্যান করিবে—
ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং
বন্দে শৈলসূতাসূতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।।

পূজা—
গং এষ গন্ধঃ গণেশায় নমঃ।
গং ইদং সচন্দনপুষ্পং গণেশায় নমঃ।
গং এষ ধূপঃ গণেশায় নমঃ।
গং এষ দীপঃ গণেশায় নমঃ।
গং ইদং নৈবেদ্যং গণেশায় নমঃ।

প্রণাম—
ওঁ দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ।।
একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।।

৺শিবপূজা
ধ্যান—
কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া পূর্ববৎ ধ্যান করিবে—
ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।।

স্নান—
ধ্যানান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে স্নান করাইবে—
ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ।।
ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।।

পূজা—
ওঁ নমঃ শিবায় এষ গন্ধঃ শিবায় নমঃ।
ওঁ নমঃ শিবায় ইদং সচন্দনপুষ্পং শিবায় নমঃ।
ওঁ নমঃ শিবায় ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং শিবায় নমঃ।
ওঁ নমঃ শিবায় এষ ধূপঃ শিবায় নমঃ।
ওঁ নমঃ শিবায় এষ দীপঃ শিবায় নমঃ।
ওঁ নমঃ শিবায় ইদং নৈবেদ্যং শিবায় নমঃ।

অষ্টমূর্তি পূজা—
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ।

প্রণাম—
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর।।

৺সূর্যপূজা
ধ্যান—
কূর্মমুদ্রায় রক্তপুষ্প লইয়া পূর্ববৎ ধ্যান করিবে—
ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।।

পূজা—
ওঁ এষ গন্ধঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ।
ওঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীসূর্যায় নমঃ।
ওঁ এষ ধূপঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ।
ওঁ এষ দীপঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ।
ওঁ ইদং নৈবেদ্যং শ্রীসূর্যায় নমঃ।

প্রণাম—
ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

৺নারায়ণপূজা
ধ্যান—
কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া পূর্ববৎ ধ্যান করিবে—
ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।।

স্নান—
ধ্যানান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে স্নান করাইবে—
ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃত্বা অত্যত্তিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলাম্।।
ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।।
স্নানান্তে ‘ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা’ মন্ত্রে দুইটি তুলসীপত্র ৺নারায়ণের উপরে ও নীচে দিবেন।

পূজা—
ওঁ নমো নারায়ণায় এষ গন্ধঃ নারায়ণায় নমঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায় ইদং সচন্দনপুষ্পং নারায়ণায় নমঃ।

ওঁ নমো নারায়ণায় ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা নারায়ণায় নমঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায় এষ ধূপঃ নারায়ণায় নমঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায় এষ দীপঃ নারায়ণায় নমঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায় ইদং নৈবেদ্যং নারায়ণায় নমঃ।

প্রণাম—
ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতঃ শ্রীমান্ সদাবিজয়বর্ধনঃ।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে।।

৺জয়দুর্গাপূজা
ধ্যান—
কূর্মমুদ্রায় রক্তপুষ্প লইয়া পূর্ববৎ ধ্যান করিবে—
ওঁ হ্রীঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।।

পূজা—
ওঁ হ্রীঁ এষ গন্ধঃ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।
ওঁ হ্রীঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।
ওঁ হ্রীঁ ইদং সচন্দনপুবিল্বপত্রং জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।
ওঁ হ্রীঁ এষ ধূপঃ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।
ওঁ হ্রীঁ এষ দীপঃ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।
ওঁ হ্রীঁ ইদং নৈবেদ্যং জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।

প্রণাম—
ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।

৺বাণেশ্বর শিবপূজা
ধ্যান—
কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া পূর্ববৎ ধ্যান করিবে—
ঐঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্।।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্।
এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেত্তং পরমং শিবম্।।

স্নান—
ধ্যানান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে স্নান করাইবে—
ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ।।

পূজা—
ঐঁ এষ গন্ধঃ বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ এষ ধূপঃ বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ এষ দীপঃ বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ ইদং নৈবেদ্যং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।

গৌরীপূজা—

ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে গৌর্যৈ নমঃ।

প্রণাম—
ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়।।

৺গোবর্ধনপূজা
ধ্যান—
কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া পূর্ববৎ ধ্যান করিবে—
ওঁ বন্দে বৃন্দাবনগুরুং কৃষ্ণং কমললোচনম্।
পীতাম্বরং ঘনশ্যামং বনমালাবিভূষিতম্।।
শ্রীদামদামসুবলস্তোককৃষ্ণার্জুনাবৃতাম্।
গোপীমণ্ডলমধ্যস্থং রাধিকাপ্রাণবল্লভম্।।

স্নান—
ধ্যানান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে স্নান করাইবে—
ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃত্বা অত্যত্তিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলাম্।।
ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।।
স্নানান্তে ‘ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা’ মন্ত্রে দুইটি তুলসীপত্র ৺গোবর্ধনের উপরে ও নীচে দিবেন।

পূজা—
ওঁ এষ গন্ধঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ এষ ধূপঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ এষ দীপঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ইদং নৈবেদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীরাধিকাপূজা—
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

প্রণাম—
ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা
ধ্যান—
ওঁ হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ।।
নিরুপমমতিসূক্ষ্মং নিষ্প্রপঞ্চং নিরীহং
গগনসদৃশমীশং সর্বভূতাধিবাসম্।
ত্রিগুণরহিতসচ্চিদ্‌ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ।।
বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তিপ্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ।।

পূজা—
ওঁ ঐঁ এতৎ পাদ্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ এষঃ অর্ঘ্যঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ ইদমাচমনীয়ং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ ইদং স্নানীয়ং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ এষ গন্ধঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ এষ ধূপঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ এষ দীপঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ ইদং পানার্থোদকং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ ইদং তাম্বুলং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।

আবরণপূজা—
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বদেবদেবীস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বিবেকানন্দাদি-রামকৃষ্ণ-পার্ষদেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণাবরণদেবতাভ্যো নমঃ।

প্রণাম—
ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।
ওঁ যথাগ্নের্দাহিকাশক্তিঃ শ্রীরামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্।।
ওঁ পরতত্ত্বে সদালীনো রামকৃষ্ণসমজ্ঞয়া।
যো ধর্মসংস্থাপনরতো বীরেশং তং নমাম্যহম্।।

অন্যান্য দেবদেবীর পূজা—
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি-দশদিকপালেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কাল্যাদি-দশমহাবিদ্যাভো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মৎস্যাদি-দশাবতারেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

Share this:
TwitterFacebook
Loading...
Related
বগলা মুখী সাধনা
March 21, 2018
শ্রী কৃষ্ণের পুজা
September 2, 2018
কালি পুজা
October 16, 2017

Published by jugaljha
১৯৬৬ সালে মালদহে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দান , প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা মানিক ঝা এর অনুপ্রেরণাতে কমিউনিস্ট পার্টি [মার্কস বাদী] তে যোগদান । ১৯৭৫ সালে প্রবীণ গান্ধী বাদী নেতা বিশু মৈত্রের নেতৃত্বে জুরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ । ১৯৭৭ সাল থেকে দুর্গাপুরে শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ । দুর্গাপুরে ঠিকাদার শ্রমিক দের সংগঠিত করা , ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর কাজে আত্ম নিয়োগ । পার্টি সাথে মত পার্থক্য এর কারনে ১৯৯২ সালে নিজের মতাদর্শ কে তুলে ধরে দল ত্যাগ । ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান । এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত আমার স্বপ্ন ।
View all posts by jugaljha
Uncategorized
Post navigation
Previous
শ্রী কৃষ্ণের পুজা
Blog at WordPress.com.
Design a site like this with WordPress.com
Get started